আকবরের 'দীন-ই-ইলাহী' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো :-

আকবরের ধর্মভাবনার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল 'দীন - ই - ইলাহী ' (Din - I -Illahi) নামক একটি সমন্বয়ী ধর্মদর্শন । প্রকৃতিগতভাবে তিনি অতিন্দ্রীয়বাদী চিন্তাতে বিশ্বাসী ছিলেন , কিন্তু নাস্তিক নয় । আধ্যাত্মিক চেতনা তাকে বস্তুবাদী জীবনবিমুখ করতে পারেনি । বাল্যকাল থেকে ধর্ম সম্পর্কে তার আকুল জিজ্ঞাসা , সৃষ্টি ও স্রষ্টার (হক ও হালক) সম্পর্ক নির্ধারণের আন্তরিক প্রয়াস , হিন্দু , জৈন , খীষ্টান , পারসিক ,মুসলিম ইত্যাদি ধর্মবিদদের সান্নিধ্য ও আলাোচনা তার মনে ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে নতুন ধারণার উন্মেষ ঘটিয়েছিল । বিভিন্ন ধর্মের সারমর্ম অনুধাবন করার ফলে তার মনে এক নতুন ও চিরন্তন সত্যের উদয় হয়েছিল। সম্রাট এই বিশ্বাসে স্থির হয়েছিলেন যে , বিভিন্ন ধর্মের তত্ত্ব ও আচরণে প্রভেদ থা কলেও , সকল ধর্মের লক্ষ্যএক মিত্রাতা সৃষ্টি ও তার অধিবাসীদের মঙ্গলসাধন । একজন শাসক হিসেবে তিনি রাষ্ট্র ও তার প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধনকে নিজ কর্তব্য বলেই বিবেচনা করতেন । আধ্যাত্মিক চেতনা থেকে তিনি ধর্মকে পার্থিব জগতের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন । তার রাজাদর্শের ভিত্তি ছিল জাতীয়তাবোধ ও সৌভ্রাতৃত্ব । এজন্য বাস্তববাদী ও দুরদৃষ্টি সম্রাট কোন ধর্মকে অস্বীকার না - করেও বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত বিভেদ ও বিরোধ দূর করার চেষ্টা করেন । ধর্মসংঘাতের পরিবর্তে ধর্মসমন্বয়ের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য সম্প্রসারণের ইচ্ছা ইত্যাদি একাধিক শক্তি তাকে ' দীন - ই – ইলাহী প্রবর্তনে প্ররচিত করে। হিন্দু দার্শনিক দেবী ও পুরুষাত্তম ; জৈন পণ্ডিত ভানুচন্দ্র ও হরিবিজয় ; জেসুইট পাদ্রী রুডালফ এ্যকোয়ভাইভা ও এ্যান্টনী মনসেরেটে : শিখগুরু অমরদাস ও রামদাস প্রমুখের সাথে নিয়মিতধর্মালাচনার ফলে তত্ত্বজিজ্ঞেসু সম্রাটের এই ধারণা হয়েছিল যে , কোন ধর্মই এককভাবে সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি তৈরি করে

শান্তির বাতাবরণ গড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয় । এজন্য তিনি সমস্ত ধর্মের ভাল দিকগুলির সমন্বয়ে একটি নতুন ধর্মাদর্শ প্রচারের আবশ্যিকতা অনুভব করেন এবং ঘোষণা করেন , " দীন - ই - ইলাহী " নামক সমন্বয়বাদী আদর্শের । ক্যাথলিক পাদরি বার্তালি 'দীন - ই - ইলাহী ' নামক প্রবর্তনেসম্রাটের বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেছেনঃ " প্রজাদের মধ্যে বিভেদ ও বিবাদ ক্ষতিকর । তাদের এমনভাবে একত্রিত করা উচিত যাতে প্রত্যেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পরস্পরের মধ্যে মিশে যেতে পারে।যে- কোন ধর্মের সারবস্তু যেন না হারায়।এতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, সমাজে শান্তি আসে এবং সাম্রাজ্যে নিরাপত্তা আসে"।

" মহসিন ফনি রচিত ' দবিস্তান - ই - মজহিব ' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় । এই গ্রন্থ শাহজাহানের রাজত্বের শেষ দিকে লেখা হয়েছিল । আবুল ফজল সচেতনভাবেই সরাসরি দীন - ই - ইলাহী প্রসঙ্গে নীরব থেকেছেন । অবশ্য তিনি তৌহিদ - ই - ইলাহী " বা স্বর্গীয় একেশ্বরবাদ সম্পর্কে বলেছেন । কিন্তু বদাউনির গ্রন্থে দুটিরই উল্লেখ আছে । আবুল মজলের মতে পৃথিবীতে দু'ধরনের মানুষ আছে । একশ্রেণীর মানুষ দীন বা ধর্মের প্রতি আগ্রহী এবং অন্যশ্রেণীর মানুষ দুনিয়া বা পার্থিব ভোগের প্রতি আগ্রহী । তবে উভয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমেই ঈশ্বরের উপাসনা সম্ভব হয় । আবুল ফজল উপলবিন্ধ করেছিলেন যে , সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন । এজন্য তিনি সম্রাটের সাহায্যপ্রার্থী হওয়ার পরামর্শ দেন । তিনি আকবরের মধ্যে ঐশীগুণ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং ধর্ম পথে সাধারণ মানুষকে চালনা করার দায়বদ্ধতা সম্রাটের উপর অর্পিত হয়েছে বলে প্রচার করেন । দীন - ই - ইলাহী মতাদর্শেগুরুর উপর শিষ্যর নির্ভরতার তত্ত্বকে এই প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ।

ইলাহী মতাদর্শের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন । কারণ এর প্রচারক নিজেই এই বিষয়ে উদাসীন থেকেছেন । কোনরূপ প্রত্যাদেশ , দর্শন বা ঈশ্বর - তত্ত্বকে ভিত্তি করে এই

মতবাদ তৈরি করা হয়নি। এখানে কোন পুরোহিত বা নবী কিংবা কোন ধর্মগ্রন্থের অস্তিত্ব নেই। একটা নৈতিক জীবনাদর্শ থেকে অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসে উত্তরণের, আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনের একটা কল্পনা এখানে স্থান পেয়েছে। ঈশ্বরীপ্রসাদ এই ধর্মমত সম্পর্কে লিখেছেন : " It was an electic pantheism , containing the good points of all religions - a combination of mysticism , philosophy and nature worship . Its basis was rational , it upheld to dogma , recognised no Gods or prophets , " বদাউনি আকবরের এই ধর্মবিশ্বাসকে ' তৌহিদ - ই - ইলাহী' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ভন নোয়ের (Von Noe) - এর মতে , ' দিন - ই - ইলাহী ' - কে 'একেশ্বরবাদ ' না বলে 'সর্বেশ্বরবাদ ' বলাই যুক্তিসংগত। কারণ , এখানে কোন বিশেষ ঈশ্বরের কথা বলা হয়নি , বরং এই মতাদর্শে সমস্ত ধর্মের মহান তত্ত্বগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আবুল ফজলের বক্তব্যেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেনঃ " He now is the spiritual guide of the nation .... He has now opened the gate that leads to the right path and satisfies the thirst of all that wonder about panting
for truth."

' দীন - ই - ইলাহী' সম্পর্কে আকবরের প্রত্যাশার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া কঠিন। কারণ এ সম্পর্কে কোন গ্রন্থ বা আচরণবিধি তিনি রচনা করেননি। সমকালের শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ এবং ' দীন - ই - ইলাহী ' মতাদর্শের অনুসারী আবুল ফজল তার ' আকবরনামা ' গ্রন্থে ' দীন - ই - ইলাহী'কে কোনরকম গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেননি। ' আইন - ই – আকবরী ' গ্রন্থে তিনি ইলাহী মতবাদকে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন মাত্র। এবংএটিকে সুফী মতাদর্শের সমদর্শী এবং ইবাদতখানার নিয়মিত সদস্য ধর্মপ্রাণ উদারপন্থী মানুষদের একটি সমাবেশমাত্র বলেই উপস্থাপিত করেছেন। এখানে আবুল ফজল ইলাহী মতের বারটি নমনীয়

(Flexible)নীতির উল্লেখ করেছেন । এই নীতিসমূহে আক্ষরিক অর্থেই এমন কোন ধর্মীয় মতবাদ বা তত্ত্ব ছিল না, যা হিন্দু, ইসলাম বা খ্রীষ্টানধর্মের বিরাোধী হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে । 'ইলাহী ' মতাদর্শ গ্রহণের পদ্ধতিও ছিল সহজসরল । সম্রাটের অনুমতি ছিল ইলাহী সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ার একমাত্র শর্ত। ইচ্ছুক ব্যক্তি মাথায় পাগড়ি পরিহিত হয়ে সম্রাটের পদতলে মাথা নত করে বসবে । সম্রাট তার মাথায় পাগড়ি আবার পরিয়ে তাকে স্পর্শ করবেন এবং ঐ ব্যক্তি সোজা হয়ে দাঁড়াবে । সম্রাট 'আল্লাহ আকবর নিজ প্রতিচ্ছবি ঐ ব্যক্তিকেউপহার দেবেন । সম্প্রদায়ভুক্ত হবার পদ্ধতি এভাবেই শেষ হবে । ইলাহী সম্প্রদায়ভুক্ত পরস্পরকে সম্বাোধন করার সময় ' আল্লাহ আকবর ' এবং ' জাল্লে জালাই - ই - হু ' কথা ব্যবহার করতেন । একজন ইলাহী তার জীবৎকালে একবার জন্মদিন পালন উপলক্ষ্যে গণভাোজ দেবেন এবং ইহজগত থেকে চিরমুক্তির দিন স্মরণকরে একদিন নিজ সহযাোগী বন্ধুদের নৈশভাোজের আয়াোজন করবেন । সামাজিক কর্তব্য হিসেবে ইলাহীদের কিছু বিধি - নিষেধ পালন করতে হত । যেমন বৃদ্ধা বা শিশুকন্যাকে বিবাহ না করা , কসাই , পশুশিকারী , মৎস্যশিকারী প্রমুখের সাথে খাদ্যগ্রহণ না করা ইত্যাদি । ইলাহীরা চারটি পর্যায়ে তাদের আত্মনিবেদনের প্রকাশ ঘটাতে পারতেন । চারটি পার্থিব বিষয় ত্যাগ করার অঙ্গীকারের মধ্যে আদর্শগ্রহণের স্তর অতিক্রম করা যেত । এগুলি হল — জান (জীবন) , মাল (সম্পত্তি) , দীন (ধর্ম) এবং ইমান (সম্মান) ।কোন ব্যক্তি প্রথম বিষয় অর্থাৎ সম্পত্তি ত্যাগ করার অঙ্গীকার দ্বারা ইলাহী আদর্শের প্রথম পর্যায় অতিক্রম করতে পারতেন । এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে চারটি স্তর অতিক্রম বাধ্যতামূলক ছিল না । সর্বশেষ স্তর ছিল ধর্ম বিসর্জন । স্বভাবতই এই স্তরে না এসেও যে কেউ ইলাহী সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারতেন ।' দবিস্তান - ই - মজাহিব ' গ্রন্থের লেখক ইলাহীদের দশটি পালনীয় নৈতিক আদর্শে উল্লেখ করেছেন । এগুলি হল — উদারতা ও বদান্যতা , অপরাধীর প্রতি ক্ষমার দৃষ্টি , রাগ - দ্বেষ বর্জন , পার্থিব বিষয়ে অনাসক্তি ,

সুচিন্তিত কর্মসূচী গ্রহণ , সৎকাজে আত্মনিয়াগ করা , নম্রস্বরে কথা বলা , প্রতিবেশীদের প্রতি সুব্যবহার ,অসৎ ব্যক্তির সঙ্গ পরিহার এবং ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ইত্যাদি । বস্তুত ইলাহী মতাদর্শে সুফীবাদ ও ভক্তিবাদের আদর্শে ব্যক্তিজীবনের | শুদ্ধতা এবং ঈশ্বরের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের ওপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে ।

আকবরের উগ্র সমালাোচক ও গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসী বদাউনি 'দীন - ই - ইলাহী '- কে একটি নতুন ধর্ম আখ্যা দিয়ে আর একটি বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন । 'ইলাহী ' নামক নতুন ধর্মের প্রচারক হিসেবে আকবরকে চিহ্নিত করতে পারলে সম্রাটের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্যুতির অভিযাোগ প্রতিষ্ঠা করা সহজ হত । বদাউনির মতকে সমর্থন করে জেসুইট পাদ্রীরা বিষয়টিকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন । বস্তুত এ ক্ষেত্রেও পাদ্রীদের সংকীর্ণ মানসিকতা সক্রিয় ছিল । তাদের এই প্রত্যাশা দৃঢ় হয়েছিল যে , আকবর ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে একদিন খীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করবেন । কিন্তু তাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি । আকবর শেষ দিন পর্যন্ত একজন বিশুদ্ধ মুসলমান হিসেবেই জীবন কাটিয়েছিলেন । তাই ক্ষুব্ধ ও হতাশ জেসুইট পাদ্রীরা সম্রাটের চরিত্র হনন করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

যে - কোন ধর্মমতের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে । যেমন , যে - কোন এক ধর্মে প্রচারক বা নবী থাকেন । খ্রিস্টধর্মে মহাত্মা যীশু, ইসলাম ধর্মে হজরত মহম্মদের নাম এই প্র সঙ্গে স্মরণীয়। এমনকি হিন্দু ধর্মেও প্রচারক হিসেবে একাধিক ঋষির নাম স্মরণ করা হয় । কিন্তু ইলাহী মতাদর্শে কোন প্রচারক ছিলেন না । আকবর কখনই নিজেকে প্রচারক বা প্রত্যাদৃষ্ট পুরুষ বলে দাবি করেননি । সম্রাটের অতি কাছের মানুষদের মধ্যে একমাত্র' বীরবল ' ইলাহী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন । ভগবান দাস বা মানসিংহের মত সম্রাটের আস্থাভাজন ব্যক্তিরাও ইলাহী হননি । এবং এজন্য তারা কোনরকম চাপের মুখে পড়েননি । কারণ এটি ছিল মূলত এক ' নৈতিক জীবনবাদ ' । এই জীবনধারা অনুসরণ করে মানুষ ও দেশের মঙ্গল হবে ,

এই ছিল সম্রাটের বিশ্বাস । তাই এই মতবাদের কথা প্রকাশ করলেও ; এর প্রচারে তিনি আদৌ অংশ বা উদ্যোগ নেননি । যে - কোন ধর্মের মত ও পথ ব্যক্ত করে একটি ধর্মপুস্তক থাকে । যেমন -- গীতা , বাইবেল , কোরান , জেন্দাবেস্তা ইত্যাদি । পুরাোহিতশ্রেণী সেই মত ও পথ অনুসারে অনুগামীদের পরিচালিত করেন । ইলাহী ' মতাদর্শের ক্ষেত্রে এই সকল সাধারণ ও আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলির কোন অস্তিত্ব ছিল না । ইলাহী ' মতবাদের প্রচারক সম্রাট আকবর কখনাোই নিজেকে একজন ধর্মপ্রচারক বলে দাবি করেননি । যে - কোন ধর্মদর্শন আবর্তিত হয় ঈশ্বর বা দেব - দেবীকে কেন্দ্র করে । সাকার বা নিরাকার , এক - ঈশ্বর বা বহু - ঈশ্বর — প্রতিটি প্রচলিত ধর্মমতে এদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু 'দীন - ই - ইলাহী ' মতে কোন ঈশ্বরের উল্লেখ নেই । নেই কোন পুরাোহিতশ্রেণীর অস্তিত্ব । ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে দেখা গেছে , কোন কোন ধর্মের অনুগামীরা তাদের প্রচারকদের বা পুরাোহিতদের নেতৃত্বে ও নির্দেশে লিপ্ত হতেও দ্বিধা করেনি , কিন্তু 'দীন - ই - ইলাহী ' র ক্ষেত্রে এই ধরনের সামান্যতম প্রয়াস দেখা না । অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যগতভাবে বিচার করলে ' ইলাহী ' মতবাদকে একটি নুতন ধর্ম বলা যাবে না।

আকবরের জিজ্ঞাসু মন ও সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অন্যতম পরিণতি হিসেবে'ইলাহী ' মতাদর্শের আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করা যায় । ড . আর . পি . ত্রিপাঠী লিখেছেন যে , " দীন - ই – ইলাহী কোন নতুন ধর্ম ছিল না , এটি ছিল আকবরের একান্ত ব্যক্তিগত একটি প্রবণতা । " মাইকেল প্রাউডিন রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ' ইলাহী ' মতের উদ্ভব ব্যাখ্যা করেছেন । মৌর্য সম্রাট অশাোক কর্তৃক বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণগাোষ্ঠীর উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ' ধম্ম' প্রচার বিষয়টি , এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । সামাজিক গাোষ্ঠীবিন্যাসে ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে অশাোক ' ধম্ম প্রচার করেছিলেন । এই 'ধন্ম ' ছিল মূলত নৈতিক মূল্যবাোধ জাগরিত করার লক্ষ্যে ঘাোষিত কিছু কর্তব্য - কর্মের উপদেশ । যদিও ব্যক্তিগতভাবে অশাোক ছিলেন একজন 'বৌদ্ধ '। সম্রাট আকবরও বিদেশের মাটিতে তার শাসনব্যবস্থাকে সর্বজনগ্রাহ্য

করার উদ্দেশ্যে 'ইলাহী ' মতের অবতারণা করেছিলেন । সমস্ত ধর্মের সারবস্তু সংকলিত করে এমন কিছু আচরণ তিনি ইলাহীদের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন , যা মানুষের মধ্যে ঐক্যবাোধ ও সহনশীলতা জন্ম দিতে সাহায্য করবে ।লেনপুল , ত্রিপাঠী , হীরেন মুখাোপাধ্যায় প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেছেন যে , ভারতে একটি জাতীয় রাষ্ট্র গড়ার উদ্দেশ্যে আকবর এই সমন্বয়ী মতাদর্শ প্রচার করে ধর্মগত বা জাতিগত বিচ্ছিন্নতাবোধ দূর করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন । একজন ধর্মপ্রবর্তক বা প্রচারক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্তে একজন 'জাতীয় শাসক' হিসেবে ঐক্যবদ্ধ ভারত - রাষ্ট্রের সংগঠকরূপে নিজেকে তুলে ধরাই তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ।

তাই বলা চলে , 'দীন - ই - ইলাহী' কোন নতুন ধর্ম ছিল না , এটি ছিল সর্বধর্মসমন্বয় । সম্রাটের সুলাহ - ই - কুল'মতাদর্শের বাস্তব রূপায়ণ । অধ্যাপক এস রায় লিখেছেন :- 'সমসাময়িক মুসলমান ও জেসুইট লেখকদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে , আকবরের রাজত্বকালে এমনকি 'দীন - ই - ইলাহী' প্রবর্তনের পরেও মুসলমানেরা প্রার্থনা , রমজানের উপবাস , সন্তানদের ইসলামীয় প্রথায় নামকরণ , হজযাত্রা ইত্যাদি স্বাধীনভাবেই সম্পন্ন করতে পারতেন ।" এমনকি আকবর 'দীন - ই - ইলাহী ' প্রবর্তনের আগে ও পরে মক্কার শেরিফ এবং বুখারার শাসক আবদুল্লা খানকে যে সকল পত্র দেন , তাতে তিনি নিজেকে ইসলামের সেবক বলে উল্লেখ করেন । ড . এম . এল . রায়চৌধুরী মনে করেন , এটি কোন নতুন ধর্ম নয় । ইসলামের জঠরেই এর সৃষ্টি । তিনি লিখেছেন যে , " সুফীবাদ ইসলামের একটা অংশ , সেই সুফীবাদ থেকেই দীন - ই - ইলাহীর সারমর্ম গৃহীত হয়েছে । তার ভাষায় ঃ " It was after all a Sufi order of Islam within Islam . " আকবরের কাজ অবশ্য গোঁড়া পন্থীদের সন্তুষ্ট করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিল না। তাই বদাউনি তাকে ' ধর্মবিরাোধী' বলে মনে করতেন । জেসুইট পাদ্রীরাও ছিলেন গোঁড়া এবং স্বার্থান্বেষী । তাদের ধারণা হয়েছিল আকবর

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন , খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তার শ্রদ্ধাবাে◌ধকে পাদরিরা ইসলামের বিরাে◌ধিতা বলে প্রচার করে আত্মতুষ্টি ভাে◌গ করতে চেয়েছিলেন । তাই এই বিতর্ক ও বিভ্রান্তির জন্ম হয়েছে ।

ধর্ম সম্পর্কে আকবরের বিশ্বাসের বিস্তারিত তথ্য আবুল ফজল - এর 'আকবরনামা ' ও ' আইন - ই - আকবরী ' গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায় । গ্রন্থ দুটি রচনা করার পর তা সম্রাটকে পড়ে শাে◌নানাে◌ হয়েছিল এবং তিনি তা অনুমাে◌দনও করেছিলেন । অর্থাৎ এই গ্রন্থ দুটির বক্তব্যের গ্রহণযাে◌গ্যতা অনেক বেশি । এগুলি পাঠ করলে তাৎক্ষণিক এমন ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে,ঈশ্বরের প্রতি তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করাই সম্রাটের একমাত্র লক্ষ্য । কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ঈশ্বর সাধনা সম্পর্কে তার ধারণা গোঁড়া মুসলমান বা হিন্দুদের উপাসনা পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র । ' আইন - ই - আকবরী ' – তে বর্ণিত ' অমৃতবাণী " থেকে তার ঈশ্বর সাধনার সাথে সুফি ধারণার একটা মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তার মতে, ঈশ্বর নিরাকার বে - সুরৎ)এবং মনের একান্ত সাধনা (চির - দস্তি - এ খাল) ব্যতীত ঈশ্বরের উপলব্ধি সম্ভব নয় । আকবরের ধারণা অনুযায়ী যথার্থ ঈশ্বর উপাসনার মূল কাজ হল 'ভালবাসার আলাে◌কে হৃদয়কে আলাে◌কিত করা' (রৌশন - দিল - এ নূর দোস্তি) । অর্থাৎ আকবর হিন্দুদের সাকার পূজা কিংবা মুসলমানদের আচার - উপাসনা — দুটি ধারা সম্পর্কে উদাসীন থেকেছেন । তবে কখনাে◌ই তিনি তার উপাসনা পদ্ধতি জোর করে সাধারণের উপর , হিন্দু বা মুসলমান বা অন্য কেউ চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেননি ।

বস্তুত' দীন - ই - ইলাহী ' ধর্মীয় ঐক্য বা হিন্দু - মুসলমান ধর্ম সমন্বয় — কোন লক্ষ্যেই উপনীত হতে পারেনি। কারণ , প্রচলিত ধারার বাইরে এসে এই ধরনের একটা নতুন অভূতপূর্ব তত্ত্ব গ্রহণ করার মত সামাজিক ও মানসিক ভিত্তি তখন ছিল না । এই কারণে স্মিথ (V. Smith) বলেছেনঃ " দীন - ই - ইলাহী আকবরের প্রজ্ঞা নয় , বুদ্ধিহীনতার প্রধান স্তম্ভ

এবং সম্রাটের অহংবাোধের জ্বলন্ত উদাহরণ। তার ভাষায় ঃ " The Din - i – Illahi was a monument of Akbar's folly , not of his wisdom : the outcome of ridiculous vanity , a monstrous growth of unrestrained autocracy . " এই অভিযাোগ সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ , আকবর অহংবাোধ বা স্বৈরাচারী প্রবণতা দ্বারা পরিচালিত হলে অবশ্যই কিছু লাোককে এই মত গ্রহণে বাধ্য করতেন। কিন্তু বদাউনিও স্বীকার করেছেন যে , আকবরের ইলাহী মতবাদ প্রচারে কখনই শক্তির আশ্রয় নেননি। ড . আর . পি . ত্রিপাঠির মতে , ' দীন - ই - ইলাহী'কে নতুন ধর্ম বলে অভিহিত করা ঠিক নয়। এটি ছিল আকবরের একান্ত ব্যক্তিগত একটি প্রবণতা। এই প্রবণতা প্রবাহিত হয়েছিল একজন বিশ্বাসী এবং তারা অনুগামীদের মধ্যে ; একজন সম্রাট ও তার প্রজাদের মধ্যে নয়। মাইকেল প্রাউডিন (Michael Prawdin) –এর মতে , " দীন - ই – ইলাহী প্রবর্তনের মধ্যে আকবরের ধর্মপ্রচারকের ভূমিকা খোঁজার চেষ্টা না করে , একজন শাসক কর্তৃক বিদেশের মাটিতে তার শাসনব্যবস্থাকে আইন ও রীতির দিক থেকে যুক্তিগ্রাহ্য ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তাোলার প্রয়াস হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। " স্ট্যানলি লেনপুল (Lane Pool) বলেছেনঃ " আকবরের এই উদার ও সমন্বয়ী আদর্শ কখনোই জনমনে দাগ কাটতে পারেনি এবং তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যায়। কিন্তু ধর্ম বিদ্বেষ, বিচ্ছিন্নতা ও সংঘাতে জর্জরিত একটা দেশে এই উদারতা নিঃসন্দেহে এটা স্থায়ী ইতিবাচক প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হয়েছে। তার ভাষায় ঃ " an eclectic religion never takes hold of the people practically died with him. But the broad - minded sympathy which inspired such a vision of cathelocity left a lasting impression upon a land of warring creeds and tribes for a brief while created a nation where there had only been factions . " অধ্যাপক হীরেন মুখাোপাধ্যায় লিখেছেনঃ " তার কর্ম ও চিন্তা ছিল বহুবাধাবিস্তৃত। বিপুল সাম্রাজ্যের গুরুভার তাকে বহন করতে হত , দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়েই তাকে

ক্রমাগত সমস্যার পর সমস্যার সম্মুখীন হতে হত...।সম্ভবত তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন যে 'দীন-ই-ইলাহী' প্রচলিত হলে ধর্মের সংঘাত শান্ত হবে, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানে প্রভেদ মানুষের মধ্যে দূরত্ব ও বৈরিতা এনে দেবে না।... সমষ্টিগত জীবন ধর্মীয় কারণে খণ্ডিত ও দুর্বল হবে না "। ঈশ্বরীপ্রসাদও উল্লেখ করেছেন যে , মূলত সারা দেশকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার জন্য তিনি 'দীন - ই - ইলাহীকে' ব্যবহার করেছিলেন । সম্রাটের এই উদারতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববাোধ অবশ্যই তাকে অমর করে রাখবে । ঐতিহাসিক ফ্রিম্যান (Freeman) যথার্থই বলেছেন : " In his age he (Akbar) stood alone , not only in Islam , but in the whole world : Catholic and Protestant Christendom might both have gove and sat at his feet ." তাই বলা যায়, 'দীন-ই-ইলাহী' তত্ত্ব ও আদর্শ হিসেবে ব্যর্থ হলেও এটি ছিল সর্বোত্তম।

Question:

1.What did Din –I –Illahi means?

2.Discuss the view of Akbar about religion?

3.What was the rule to take the oath of Din –I-Illahi?

4.Critically discuss the significance of Din I-Illahi?